প্রথম আলো

তারিখ 25 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষিত

অভয়নগর হাজীগঞ্জ করিমগঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় নেতারা বহাল!

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে বলা হলেও যশোরের অভয়নগরে চারদলীয় জোটের নেতারা এখনো বহাল রয়েছেন। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে এসব পদে রয়েছেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতারা। কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে বিএনপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে গঠিত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি বাতিল বা পুনর্গঠন করা হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৩ নভেম্বর বেসরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে রাজনৈতিক নেতাদের অপসারণ করে সরকারি কর্মকর্তা এবং বেসরকারি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে প্রজ্ঞাপন জারি করে। নির্দেশ বাস্তবায়ন করে ২০ নভেম্বরের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভয়নগরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাধিক শিক্ষক বলেন, গত সরকারের সময় উপজেলার প্রায় সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যপদে চারদলীয় জোটের নেতাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। স্থানীয় সাবেক সাংসদ এম এম আমিন উদ্দিন (বিজেপি), উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল হক মোল্যা, সাধারণ সম্পাদক ফারাজী মতিয়ার রহমান, সহসভাপতি হাজী আজিবর রহমানসহ দলীয় নেতারা ওইসব পদে আসীন হন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ বলেন, এমপিও (মানথলি পে-অর্ডার) শিটে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মনোনয়ন দেওয়া সভাপতির স্বাক্ষর ছাড়া বেতন দেওয়া যাবে না বলে ব্যাংক থেকে জানানো হয়েছে। অথচ নির্ধারিত তারিখ পার হলেও নতুন সভাপতি মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে না।

অভয়নগরের ইউএনও আবুল হাসানাত মো. লতিফুর কবির বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের কথা শুনেছি। তবে তা এখনো হাতে পাইনি। এ জন্য তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।'

হাজীগঞ্জের বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতিগুলোতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতারা রয়েছেন। উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল মান্নান খান বাচ্চু, জেলা বিএনপির সহসভাপতি ইকবাল বিন বাশার, বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হোসেন মোল্লা, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মোজাম্মেল হক মোহন চৌধুরী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক ফজলুল হক, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সিরাজউদ্দিন আহম্মেদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক আবদুর রশিদ মজুমদারসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিতে আছেন।

ইউএনও মো. খুরশীদ ইকবাল রেজভী বলেন, গত বৃহস্পতিবার আমি প্রজ্ঞাপনটি হাতে পেয়েছি। আমি অন্যত্র বদলি হয়ে গেছি, যদি থাকি তাহলে দু-এক দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রজ্ঞাপনের জন্য আমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কয়েকবার যোগাযোগ করেছি। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রজ্ঞাপনের কোনো কপি আমার হাতে এসে পৌঁছেনি। প্রজ্ঞাপনটি হাতে পেলে নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করিমগঞ্জের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বলেন, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এ এ ওসমান ফারুকের নির্দেশনায় ১২ সদস্যের উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির উপদেষ্টা হলেন ড. ওসমান ফারুক। কমিটির অন্যরা বিএনপির নেতা-কর্মী ও দলীয় সমর্থক শিক্ষক।

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সদস্যসচিব উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সাবেক সাংসদ ও শিক্ষামন্ত্রী এ কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন। তিনিই এ কমিটি গঠন করে দিয়েছেন।

কমিটির সভাপতি ও ইউএনও কে এম রুহুল আমিন বলেন, ড. ওসমান ফারুক এখন আর উপদেষ্টা নেই, তবে কমিটি আছে। এ কমিটি বাতিল করার কোনো নির্দেশ আমরা পাইনি।

স্থানীয় সাবেক সাংসদ ও আওয়ামী লীগের নেতা ড. মিজানুল হক বলেন, আমি অবিলম্বে এ কমিটি বাতিলের দাবি করছি। নইলে কমিটির নেতারা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন মাসুদ আলম, *অভয়নগর (যশোর)*, মোহাম্মদ শাহজাহান, *হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর)*, শফিব আদনান, *করিমগঞ্জ (কিশোরগঞ্জ)*।]